আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, উনিশ আবার কে

দৃশ্য ১ : শহরের কেন্দ্রস্থলে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালাচ্ছে। ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 'গাফিলতির' জন্য মৃত্যু হয়েছে এক রুগির, এই অভিযোগে রুগির আত্মীয়স্বজন ও নিকটজনরা চড়াও হয়েছেন ওই নার্সিংহোমে। অভিযুক্ত ডাক্তার নাকি ভয়ে আত্মগোপন করেছেন। খবরটা পাওয়ামাত্র আমার মনে তখন একমাত্র প্রশ্ন– চিকিৎসার 'গাফিলতি'তে মৃত ওই রুগির ধর্মীয় পরিচয় কী?

দৃশ্য ২ : শহরতলিতে ছুরিকাঘাতে আহত এক যুবকের জন্য বিচার চাইতে থানা ঘেরাও করেছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ এদের ওপর লাঠি চালিয়েছে। আমার মনে প্রশ্ন– আহত এবং আততায়ী ভিন্ন ধর্মের নয়তো?

দৃশ্য ৩ : চুরির অভিযোগে তার নিয়োগকর্তার হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে এক শ্রমিক। জেনে গেছি ততক্ষণে যে, নিহত এবং খুনী ভিন্নধর্মের। ফলে সারা শহর জুড়ে চাপা উত্তেজনা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্ক।

দৃশ্য ৪ : তাঁর ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন এক কলেজ অধ্যাপক। স্থানীয় জনতা এবং পুলিশের মারে সঙ্গীন অবস্থায় পুলিশি প্রহরায় এম্বুলেন্সে তাঁকে পাঠানো হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে। ভরসন্ধ্যায় সেই এম্বুলেন্সে চললো নৃশংস আক্রমণ। রাজপথে সংঘটিত এই বর্বরতা চোখের সামনে দেখেও এগিয়ে এলো না একটি পথচারীও। প্রহরারত সঙ্গী পুলিশরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখলো এই নৃশংসতা। কাছাড়ের জেলা পুলিশ তৎপরতা না দেখালে হয়তো অভিযুক্ত সহ সঙ্গীসাথীরা প্রাণেই মারা যেতেন। জানা গেলো, আক্রমনকারীরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশ্রিত। ফলে পুলিস যখন এম্বুলেন্স আক্রমনের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করলো, সেই দলের নেতারা গিয়ে থানা থেকে অভিযুক্তকে মুক্ত করে আনলেন। এখানেই শেষ নয়, সেই দলের পক্ষে বন্ধ ডেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটানো হলো। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই স্বঘোষিত প্রতিনিধিস্থানীয় নেতারা উস্কানিমূলক বিবৃতি দিতে থাকলেন। খবরের কাগজগুলোও সোৎসাহে সে-সব ছাপতে থাকলো।

এই দৃশ্যগুলির তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করাই যায়। কিন্তু চিত্র তাতে পাল্টাবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ছক একই থাকে। আতঙ্কিত অসহায় মানুষ উপায়ান্তর না পেয়ে ঢুকে যায় তার ধর্মের সুরক্ষিত (?) বর্মে। এই সংকটকালে মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। বাড়তে থাকে হিন্দু আর

মুসলমানের সংখ্যা। অথচ এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটু স্বাভাবিক ও বিকারহীন মানসিক অবস্থায় নির্দিষ্ট অপরাধগুলোকে দেখলেই যে কোনও কারও পক্ষেই বুঝে ওঠা সহজ যে, অপরাধীর ধর্মীয় পরিচেয়ের সঙ্গে অপরাধের ধরন ও উদ্দেশ্যের কোনও সম্পর্কই নেই। ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা স্বার্থের সংঘাত থেকেই অপরাধগুলি সংঘটিত হচ্ছে। ফলে আইন ও বিচারপ্রক্রিয়াকে নিজের পথে চলতে দিলে অপরাধী অবশ্যই সাজা হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগকারী এবং অভিযোগকারীর ধর্মীয় পরিচয়টিই বড় করে দেখা হয়। এবং এখানেই শেষ নয়, বিভাজনের রাজনীতির চতুর হস্তক্ষেপে অপরাধী নয়, অপরাধীর ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত গোটা সম্প্রদায়কে তখন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কোনও এক দুঃস্থ দিনমজুর 'গোয়ালা'কে যখন সামান্য মোবাইল ফোন চুরির অপরাধে প্রাণ দিতে হয়, তার হয়ে বিচার চাইতে কোনও মুসলমানকে রাস্তা অবরোধে নামতে দেখা যায় না। আবার ডিমাপুরের গণআদালত যখন কোনও এক 'উদ্দিন'কে মধ্যযুগীয় মৃত্যুদণ্ড দেয়, বরাকে 'বন্ধ' ডাকতে হয় মুসলমান সংগঠনকে। এবং শহরে 'আমরা এই বন্ধ মানি না' লেখা ব্যানারও চোখে পড়ে। ভোট-রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে যান মুসলমানের পক্ষে। হিন্দু নেতারা দাঁড়িয়ে যান হিন্দুদের পাশে। বিজেপি-এইউডিএফে বিভাজিত ভোট রাজনীতির বরাক উপত্যকায় বাঙালির পাশে দাঁড়ানোর অবকাশ কারওর নেই। ২০১৬ যে বড় বালাই।

এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটেই ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে চলে আসে উনিশে মে। ঘৃণার রক্তে রাঙানো রাজপথে শিল্পীর তুলির নিখুঁত আঁচড়ে ফুটে ওঠে আলপনা। গান-কবিতা-নাচ-নাটক আর আলোচনাসভায় চলে আত্মপ্রচারের বেহায়া আয়োজন। হিংসা ও দাঙ্গার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে যাঁদের আমরা দেখি না সেই গায়ক, বাদক, অভিনেতা আর অধ্যাপকের দলের আমরা তখন পথে নেমে ক্যামেরার সামনে বজ্রমুঠিতে শ্লোগান দেই, 'উনিশ তোমায় ভুলছি না!' উনিশ যে এখন বড় ইভেন্ট। উনিশের 'বাজার' ধরতে হবে না!

অথচ আসামের বাঙালির জন্য এক চরম সংকটমুহূর্তে এসেছে উনিশে মে'র পঞ্চাশতম সংস্করণ। এন আর সি নবায়নে লক্ষ লক্ষ বাঙালির নাগরিকত্ব চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। সঙ্গে রয়েছে অসমিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ। প্রণব গগৈর সংজ্ঞা যদি গৃহীত হয় তাহলে এই রাজ্যে বাকি বাঙালি হারাবে তার রাজনৈতিক অধিকার। আলফার সঙ্গে ভারত সরকারের গোপন শান্তিচুক্তিতে যা যা শর্ত রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে এর সিকি শতাংশও যদি সত্য হয়, তাহলেও আসামে বাঙালির কোনও ঠাঁই থাকবে না। এই

ক্রান্তিমুহূর্তে কোথায় বাঙালি উপত্যকা এবং ধর্মীয় পরিচয় ভুলে এই মুহূর্তে এক হবে। কিন্তু তা নয়, বাঙালি আসামে আবারও একবার হিন্দু-মুসলমানে বিভাজিত হচ্ছে।

বারংবার বলা একটি কথা আজ আবারও বলতে হচ্ছে। উনিশে মে আসামে, বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার দিন নয়,বাঙালির দিন। কারণ বাংলা ভাষা নয়, এই রাজ্যে সংকটে রয়েছে বাঙালি। অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের নিশানা কখনও বাংলা ভাষা নয়, বাঙালি জাতি। এবং আমরা যতই হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালিতে বিভাজিত হই না কেন, রাজ্যের জাতীয়তাবাদী শক্তির চোখে আমরা বাঙালি, তাই আমরা শত্রু।

শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধাবনত যে-সব রাজনৈতিক নেতাদের ছবি আগামী কালের কাগজে বেরবে তাঁদের কাছে উনিশের বিনম্র আবেদন- দোহাই আপনাদের যেন কোনও দিন হিন্দু বা মুসলমানের মিছিলে আপনাদের না দেখি। মানুষের মিছিলে আসুন। বরাকের চল্লিশ লক্ষ মানুষকে সঙ্গে পাবেন। এটাই উনিশের মহাপথচলা।

- জয়দীপ বিশ্বাস (সৌজন্যেঃ দৈনিক যুগশঙ্খ)